যুগান্তর

28 MAY 2017

নজরুল ইসলাম রাসেল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন শিক্ষার্থীদের প্লেট-বাটি উপহার দেবে?

এক দম্পতি প্রতিবছর কোনো এক জায়গায় ঘুরতে যায় এবং কিছুটা সময় সেখানে কাটায়। এরপর বছরের বাকি সময়ের অর্ধেকটা কাটায় ঘুরে আসার জায়গার স্মৃতি রোমন্থন করে আর বাকি অর্ধেক কাটায় পরেরবার কোন জায়গায় যাবে সেই পরিকল্পনা করে। এটা নিছক একটি গল্প। আমরা যদি বাস্তবতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব, প্রতিবছর বইমেলার আগে ও পরে বই নিয়ে মানুষের যত আগ্রহ, অন্য সময় তত নয়। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, আমরা বই পড়া এবং বই কেনাকে শুধু অমর একুশে গ্রন্থমেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব কিনা? অথবা আমাদের কিশোর-তরুণদের মধ্যে সৃজনশীল বইপড়ার আগ্রহ, অভ্যাস ও সুযোগ তৈরি করতে আমরা এ পর্যন্ত কী কী করেছি? যতটা করেছি মোবাইল, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে ততটা করেছি কি?

এটি সত্য, আমাদের বই কেনার হার কমে গেছে। মিডিয়াতেও দেখেছি লেখক, প্রকাশক, বিশিষ্টজন সবাই এ বিষয়ে একমত। সৃজনশীল বই পড়ার অভ্যাস ও আগ্রহ দু-ই কমে গেছে। স্বভাবতই বই কেনার আগ্রহও কমেছে। কিছুকাল আগেও দেখা যেত একজন আরেকজনকে বই উপহার দিচ্ছে এবং সেটা নির্দিষ্ট কোনো বয়সের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু এখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে উপহারের জায়গায় চলে এসেছে মোবাইল ফোন, নানা ধরনের গেমস, সিনেমার টিকিট, নগদ টাকা, আরও কত কী! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও উপহার দেয়ার জায়গায়ও পরিবর্তন এসেছে। আগে রাষ্ট্রীয়, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও একাডেমিকসহ যে কোনো অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া হতো। এমনকি অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরও স্মারক উপহার হিসেবে দেয়া হতো বই। কিন্তু এখন চিত্রটা কী? বইয়ের জায়গায় দেয়া হচ্ছে প্লেট, বাটি, তোয়ালে, মগ ইত্যাদি (যদিও একাডেমিক ফলাফলের ক্ষেত্রে এখনও বই দেয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে)। বিষয়টি কেমন হল! প্লেট, বাটি, তোয়ালে, মগ ইত্যাদি অবশ্যই প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন এগুলো উপহার দেবে?

আমি নিজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় এ বিষয়ে একটু ধারণা দিতে পারি। যেমন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগে একটি কমিটি হয়, সেই কমিটি সার্বিক কাজ করার পাশাপাশি উপহার সামগ্রীও ক্রয় করে থাকে। অনেক ইভেন্টে 'ক্যাটাগরি' অনুযায়ী বেশি উপহার সামগ্রী কেনার কাজটা বেশ জটিল। আর যদি ভাবা হয় বই কেনার কথা, তাহলে বিষয়টি আরও জটিল। কেননা গ্রামে বা মফস্বলে প্রয়োজনমতো সৃজনশীল বই পাওয়া তো দূরের কথা, বইয়ের দোকানই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বড় অংশ এখানেই অবস্থিত। আগে গ্রামে বা মফস্বলে অল্প কিছু বইয়ের দোকান ছিল, এখান তাও নেই। সে তুলনায় বিগত সময়ে মোবাইল ফোন, ফ্লেক্সি লোড, কম্পিউটার সামগ্রীর দোকানের সংখ্যা বেড়েছে। ফলে আমাদের শিক্ষকরা বাধ্য হয়ে এসব প্লেট, বাটি, তোয়ালে, মগ ক্রয় করেন (কিছু শিক্ষক এসব কিনতে আগ্রহী হয়ে থাকতে পারেন)। তো বিষয়টি দাঁড়ায়, বইয়ের দোকান না পেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের হাতে সৃজনশীল বই তুলে দিতে পারছে না। কিন্তু বইয়ের দোকান হবেই বা কেন যদি বই বিক্রিই না হয়? এ ক্ষেত্রে সৈয়দ মুজতবা আলীর সেই বিখ্যাত উক্তির আদলে বলা যেতে পারে— 'বইয়ের দোকান সহজলভ্য নয় বলে আমরা বই কিনি না, আবার আমরা বই কিনি না বলে বইয়ের দোকান সহজলভ্য হয় না।'

প্রযুক্তিকে আমরা অনেকভাবেই কাজে লাগাচ্ছি। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থী ভর্তি ও নিবন্ধনসহ প্রায় সবকিছুই এখন অনলাইনে করা হয়। প্রথমে সরকার যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন কার্যক্রম শুরু করল, তখন অনেকেই বলেছিলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম চালানো যাবে না', 'আমাদের বেশিরভাগ শিক্ষক ও কর্মচারী হচ্ছে অ্যানালগ', 'অনলাইন কার্যক্রমে অভ্যস্ত হওয়া অনেক সময়ের ব্যাপার' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম আমাদের গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কত সহজেই সব কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করছে।

তাহলে আমরা বই কেনার কাজটি কেন অনলাইনে করতে পারি না? কাজটি কি খুব জটিল? একটু ধারণা দেই। বর্তমানে আমাদের দেশে কিছু প্রতিষ্ঠান অনলাইনে বই বিক্রি করছে এবং সেই বই ডাকে পৌঁছে দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত অনেক মেধাবী তরুণ এ ক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে। চাহিদা তৈরি হলে আরও অনেকেই এ পেশায় আসবে এবং যথারীতি প্রতিযোগিতা তৈরি হবে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনে বই কিনতে পারে। অনুষ্ঠানের আগে যখন কমিটির সদস্যরা আলোচনায় বসেন, তখনই একজন ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অনলাইনে বই বিক্রির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। মিটিংয়ে আলোচনার ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক বই পছন্দ করতে ও অর্ডার দিয়ে দিতে পারেন। অর্ডার দেয়ার আগেই নিশ্চিত করে নেয়া যেতে পারে বিক্রেতা নির্ধারিত সময়েই ডেলিভারি দিতে পারবে কিনা। পেমেন্টও অনলাইনে করা যেতে পারে। গ্রামে পোস্ট অফিস বা কুরিয়ার সার্ভিসের দোকানে বই পৌছানোর পর তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌছতে সমস্যা হলে 'অফিস ডেলিভারি' নেয়া যেতে পারে।

বিষয়টি যত সহজে বলা গেল তত সহজে বাস্তবায়ন করা যাবে না, সেটাই স্বাভাবিক। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, শুরুতে অন্যসব বিষয় যেমন জটিল ও ঝামেলাপূর্ণ মনে হয়েছে এবং পরে যেটা আমরা সহজেই ব্যবহার করতে পারছি, এ ক্ষেত্রেও তেমনটি হবে। শুধু একটু উদ্যোগ লাগবে। আমার মনে হয়, এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপহারসামগ্রী কেনার ঝক্কি অনেকটাই কমে যাবে। আমাদের সরকার তো স্থানীয় প্রশাসনকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নে অনেকভাবে কাজে লাগাচ্ছে। যদি সরকার এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে একটু তদারকি ও সহায়তা করতে বলে, তাহলে বিষয়টি বাস্তবায়ন হতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অর্থাৎ আমরা সবাই যদি একমত হই— আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় রাষ্ট্রীয়, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও একাডেমিকসহ যে কোনো অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে আমরা বই তুলে দেব, তাহলে এটা সম্ভব। এবং নিশ্চিতভাবে এর সুফল ভোগ করবে আমাদের আগামী প্রজন্ম।

নজরুল ইসলাম রাসেল : *সিনিয়র ফ্যাকাল্টি, দ্য কার্টার একাডেমি, চাঁদপুর*

nazrul.russell@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
অবগতার্থে/আতার্থে
স্বাক্ষর